যুগান্তর

তারিখ ... 09 DEC 2002
পৃষ্ঠা ...

ইসলামী বই মেলার নামে ইফা'র বিচিত্র আয়োজন

পবিত্র মাহে রমজানকে স্বাগত জানিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন (ইফা) বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ চত্বরে মাসব্যাপী ইসলামী বই মেলা শেষ হয়ে গেল। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহানের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলেছে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত। ফাউন্ডেশনের নিজের দুটি এবং ইফা-প্রেস শ্রমিক ইউনিয়নের নামে বরাদ্দকৃত দু'টিসহ এবারের মেলায় মোট ৭৪টি স্টল স্থান পেয়েছে। মেলায় অংশগ্রহণকারী উল্লেখযোগ্য প্রকাশনীর মধ্যে ছিল- মাকতাবাতুল আশরাফ, বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, আধুনিক প্রকাশনী, আর্ল কাউসার প্রকাশনী, এমদাদিয়া বুক হাউস, আহসান পাবলিকেশন্স, হক লাইব্রেরি, ইসলামিয়া কোরআন মহল, আল-হেরা প্রকাশনী, আল-কোরআন একাডেমী লন্ডন, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, রহমানিয়া লাইব্রেরি, ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, খোশরোজ কিতাব মহল, প্রীতি প্রকাশনী, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানি, সোলেমানিয়া বুক হাউস, দারুল ইবতিকার ইত্যাদি।

প্রতি বছর সীরাতুন্নবী (দ.), মহান একুশে ভাষা আন্দোলন এবং পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মোট তিনটি মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। মেলা নিয়ে দুর্নীতি, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা বরাবরের মতো এবারের মেলাও এসব থেকে বাদ পড়েনি। বরং বলা যায় এবারের দুর্নীতি এবং অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। ইসলামী বই মেলার নামে ইফা'র এ এক বিচিত্র আয়োজন। স্টল ভাড়া বৃদ্ধি, নামিদামি প্রকাশনা বাদ পড়া, সাইনবোর্ডসর্বস্ব ও ফুটপাতের হকারদের নামে-বেনামে একাধিক স্টল বরাদ্দ পাওয়া, প্রচার-প্রসার ও নিরাপত্তা রক্ষীর অভাব, মেলার ভেতরে-বাইরে হকারদের পসরা সাজিয়ে বসা- এসবই হয়েছে এবারের মেলায়। তবে এবারের মেলায় ক্রেতা-পাঠকের সমাগম একটু বেশি হওয়ায় স্টল মালিকরা এবারের মতো মেনে নিলেও আগামীতে এসব মানবেন না বলে অনেকেই জানালেন। বরাবরের মতো এবারও মেলায় ভাল বিক্রির তালিকায় ছিল কোরআন শরীফ, বোখারি শরীফ, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সংবলিত গ্রন্থ মকছুদুল মোমেনীন, নেয়ামুল কোরআন, আমলে নাজাত, বেহেশতী জেওরও, নামাজ শিক্ষা।

মাওলানা শাকের হোসাইন শিবলি